আল্লাহ পাকের স্মরণ ও এর পদ্ধতি

16-February-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللّٰهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُه و يُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ واٰلِهٖ وَسَلَّمَ اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَت

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য একে অপরের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী যখন পরস্পর মিলিত হয় ও মুসাফাহা করে আর নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরূদ প্রেরণ করে তখন তারা পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের অতীতের গুনাহ ক্ষমা দেয়া হয়। **(মুসনদে আবি ইয়ালা, ৩/৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৯৫১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ

করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মর্যাদাবান রোযাদার কে?

হযরত সাহল বিন মুয়ায رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: একবার নুরানী মাহফিল সাজানো ছিলো, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরিফ এনেছিলেন, সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ ও উপস্থিত ছিলেন, এক সাহাবি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দরবারে উপস্থিত হলো আর আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! জিহাদকারীদের মধ্যে কে বেশি মর্যাদাবান? রাসূলে করীম صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ ذِكْرًا অর্থাৎ যে অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির করে, সে অধিক মর্যাদাবান। আল্লাহর রাসূলের সাহাবি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! রোযাদারদের মধ্যে কে বেশি মর্যাদাবান? (যেমন ১০০ জন রয়েছে আর ১০০ জনের মধ্যে ১০০ জনই রোযা রেখেছে, তাদের মধ্য হতে কে বেশি মর্যাদাবান?) নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: اَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ ذِكْرًا অর্থাৎ যে বেশি পরিমাণে আল্লাহ পাকের যিকির করে, সে অধিক মর্যাদাবান।

www.dawateislami.net

(اَللّٰہُ اَکْبَرُ! ক্ষুধা সবাই সহ্য করছে, পিপাসা সকলে সহ্য করছে, রোযা অবস্থায় রয়েছে, তারপরও যে রোযা পালনকারী অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির করে, সে অধিক মর্যাদাবান)

হযরত সাহল বিন মুয়ায رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: ঐ সাহাবি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এইভাবে প্রশ্ন করতে রইলেন, যেমন ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! নামাযীদের মধ্যে কে বেশি মর্যাদাবান? যাকাত প্রদানকারীদের মধ্য হতে কে বেশি মর্যাদাবান? এইভাবে এক একটি ইবাদতের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন, আর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐসব প্রশ্নের একই উত্তর প্রদান করতে রইলেন: اَکْثَرُھُمْ لِلّٰہِ ذِکْرًا. اَکْثَرُھُمْ لِلّٰہِ ذِکْرًا অর্থাৎ যে অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের যিকির করে, সে অধিক মর্যাদাবান, যে বেশি পরিমাণে আল্লাহ পাকের যিকির করে, সে বেশি মর্যাদাবান।

গুহার সাথী ও মাযারের সঙ্গী, অর্থাৎ আশিকে আকবর, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ উপস্থিত ছিলেন, তিনি হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে সম্বোধন করে বললেন: হে ওমর! এভাবে তো আল্লাহ পাকের যিকিরকারী সকল মঙ্গল অর্জন করে নিয়েছে। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবু বকর! বিষয় এরকমই, যে অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের যিকির করে, সে সকল কল্যাণ অর্জন করে নেয়।

(মু'জামুল কবীর, ৮/ ৪৮১, হাদীস: ১৬৮১২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন নেকী সম্পাদনকারী লোক নিশ্চয় মর্যাদাবান তবে তাদের মধ্যেও উত্তম লোক ও অধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি যারা নেকীর পাশাপাশি আল্লাহ পাকের যিকিরও করে থাকে, গভীর চিন্তা করুন! যদি আমরা নেকীর পাশাপাশি বেশি পরিমাণে আল্লাহ পাকের যিকির করতে থাকি তাহলে অফুরন্ত নেকী অর্জনে সফল হয়ে যাবো।

অধিকহারে যিকির না করার কিছু কারণ

কিন্তু আফসোস! উদাসিনতা! অন্তরে (নেকীর) কোন আগ্রহও নেই, ✸ নেকীর আগ্রহ (অন্তরে) না থাকার নামান্তর, ✸ পরকালীন চিন্তাভাবনার কমতি, ✸ অহেতুক কাজে লিপ্ত থাকার অভ্যস্ত, ✸ দুনিয়ার ভালোবাসা মূলত অন্তরে বাসা বেঁধে নিয়েছে, ✸ সব সময় ব্যস দুনিয়ার চিন্তায় বিভোর থাকি, ✸ অহেতুক কথাবার্তা শুনা ও বলার তো এমন অভ্যাস যে, ব্যস! আল্লাহ পাকের পানাহ! ✸ গীবত, ✸ চোগলী, ✸ মিথ্যা না জানি কতো কতো গুনাহ এই মুখ আমাদের দিয়ে করাতে থাকে, এরপর রইল চলমান স্যোশাল মিডিয়ার কথা, কখনো একাকী বসার সুযোগ হয়ে যায় তবে দ্রুত মোবাইল হাতে নিই আর ফেইসবুক, ইউটিউব ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়ে যায়।

হায় যদি! আমরা নেকীর আগ্রহী হয়ে যেতাম। খুব বেশি বেশি নেক আমল ও মর্যাদাবান হওয়ার জন্য অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকিরও করতাম।

অধিকহারে যিকির করার কুরআনী নির্দেশ

আল্লাহ পাক কুরআনে করিমে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

(পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৪১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো।

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের যিকির এতো অধিকহারে করো যেন লোকেরা তোমাদেরকে পাগল দিওয়ানা বলে। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫/ ১৮৯, হাদীস: ১১৯৭১)**

www.dawateislami.net

একটি অমূল্য উপদেশ

একবার নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র খিদমতে এক সাহাবি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ উপস্থিত হয়ে আরয করলো: اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! নিশ্চয় ইসলামের বিধান আমার উপর অতিরিক্ত হয়ে গেছে, এমন কোন আমল বলুন! যেটা মজবুত সহকারে আকড়ে ধরবো। আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: لَايَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ অর্থাৎ তোমাদের মুখ সর্বদা আল্লাহ পাকের যিকির দ্বারা সতেজ রাখো। **(ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা ৬০৮, হাদীস: ৩৭৯৩)**

হাকিমুল উম্মত মুফতি ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: সম্ভবত প্রশ্নকারীর প্রশ্ন নফলের ব্যাপারে ছিলো (ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! নফল ইবাদত অনেক রয়েছে, সেগুলোর মধ্য হতে কোন একটি ইবাদতের ব্যাপারে বলে দিন যেটা আমি মজবুতভাবে আকড়ে ধরবো), এক্ষেত্রে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই উত্তর দিলেন, উদ্দেশ্য হলো; সব সময় মুখে আল্লাহ পাকের যিকির অব্যাহত রাখো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এরকম জীবন নসীব করুক। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/ ৩২১)** اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত মুয়ায رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র জন্য শেষ উপদেশ

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র অনেক প্রিয় সাহাবি, হযরত মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। তিনি বলেন: আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র জাহেরি হায়াতে তাঁর সাথে শেষ যেই সাক্ষাত হয়েছে, ঐসময় আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কোন

আমলটি সবচেয়ে উত্তম ও আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনকারী? আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللهِ অর্থাৎ হে মুয়ায! তোমার মৃত্যু এই অবস্থায় আসা যেন তোমার মুখ আল্লাহ পাকের যিকিরে সিক্ত থাকে। **(শুয়াবুল ঈমান, ১/৩৯৩, হাদীস: ৫১৬)**

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: উদ্দেশ্য হলো; সব সময় যেন মুখে আল্লাহ পাকের যিকির জারী থাকে, না জানি মৃত্যু কখন চলে আসে, যখনই মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام তোমার প্রাণ বের করার জন্য আসবে তখন উদাসিন থাকবে না, আল্লাহ পাক এরকম জীবন নসীব করুন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৩২১)**

আল্লাহ পাকের যিকিরের বিভিন্ন ধরন

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের যিকিরের অনেক ধরন রয়েছে: কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করাও যিকির ❁ আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম মুখ দিয়ে আদায় করা ❁ اللهُ اللهُ বলতে থাকা ❁ يَا رَحْمٰنُ، يَا رَحْمٰنُ বলে তাসবীহ করা ❁ يَا غَفَّارُ، يَا غَفَّارُ، يَا سَمِيْعُ، يَا سَمِيْعُ বলতে থাকা এসবকিছু আল্লাহ পাকের যিকির ❁ এইভাবে আল্লাহ পাকের নেয়ামতসমূহরে ব্যাপারে গভীর চিন্তাভাবনা করাও যিকির ❁ যেমন: আল্লাহ পাক দুনিয়া বানিয়েছেন ❁ এই দুনিয়ার অবাক করা দৃশ্যাবলি দেখা ❁ এটার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের শান ও মর্যাদা এবং কুদরতের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা, এটি চোখের যিকির ❁ আল্লাহ পাকের যিকির শ্রবণ করা কানের যিকির ❁ অন্তরে আল্লাহ পাকের যিকিরে মশগুল থাকা অন্তরের যিকির ❁ নাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করা, শ্রবণ করাও যিকির ❁ আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাদের যিকির করা ❁ ঐসব আলোচনা শুনা ❁ তাঁদের জীবনী

পড়া ❁ বরং ওলামায়ে কেরাম বলেন: শিক্ষা অর্জনের জন্য আল্লাহ পাকের শত্রুদের অবস্থাদির ব্যাপারে পড়া শুনা করাও যিকিরের অন্তর্ভূক্ত। হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাকের যিকির কোন মাধ্যমেও হয়ে থাকে আবার মাধ্যম ছাড়াও, আল্লাহ পাকের সত্তা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা বা সেগুলো নিয়ে গবেষণা করা মাধ্যম ছাড়া যিকির, তাঁর বন্ধুদের ভালবাসার চর্চা করা, তাঁদের শত্রুদের অনিষ্টতার ব্যাপারে আলোচনা করা, সবকিছু মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ পাকের যিকির, দেখুন! পুরো কুরআন আল্লাহ পাকের যিকির, কিন্তু এটার অনেক স্থানে তো আল্লাহ পাকের সত্তা ও গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে, কোথাও নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বৈশিষ্ট্য ও প্রশংসা, কোথাও কাফিরদের ব্যাপারে আলোচনা। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/ ৩০৪)** এবং কুরআনে করীমের তিলাওয়াত হলো সর্বোত্তম যিকির, বুঝাগেলো; এসবকিছু যিকিরের অন্তর্ভূক্ত।

যিকির কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এগুলো হলো যিকিরের বিভিন্ন ধরন কিন্তু সত্যিকার্থে যিকির হলো উদাসিনতা দূর করার নাম অর্থাৎ অন্তর থেকে উদানিসতার পর্দা উঠে যাওয়ার যে অবস্থা, ঐ অবস্থাকে যিকির বলে। ইমাম ওয়াসেতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: যিকির কাকে বলে? বললেন: اَلْخُرُوْجُ مِنْ مَّيْدَانِ الْغَفْلَةِ অর্থাৎ উদাসিনতার ময়দান থেকে বের হয়ে যাওয়ার নাম হলো যিকির। **(রিসালায়ে কুশাইরিয়া, ২৫৭ পৃষ্ঠা)** উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি গুনাহের কাজে নিমজ্জিত (যেমন: সিনেমা, নাটক দেখছে), হঠাৎ মনে এই খেয়াল আসলো যে অতিশীঘ্রই আমি মৃত্যুবরণকারী, আমার দয়ালু মালিক, রব্বুল আলামিনের দরবারে উপস্থিতও হতে হবে, এই

মনোভাবের কারণে সে গুনাহ ছেড়ে দিলো। এটি হলো উদাসিনতার ময়দান থেকে বের হয়ে যাওয়া, এই অবস্থাকে যিকির বলা হয়।

বিড়াল সত্য বলেছে

শায়খ আবুল হাসান নুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা ও কামিল অলি ছিলেন, দূর দূরান্ত পর্যন্ত তাঁর বেলায়তের প্রসিদ্ধি ছিলো, লোক বরকতের জন্য তাঁর খিদমতে উপস্থিত হতো আর ফয়েয ও বরকত অর্জন করত। একবার দুইজন দরবেশ শায়খ আবুল হাসান নুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র সাথে সাক্ষাত করার জন্য রওনা হলো, তাঁদের মধ্য থেকে একজন দরবেশ পশুদের ভাষা বুঝতো, যখন উভয়ে শায়খ আবুল হাসান নুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র শহরে পৌঁছলেন তখন দেখলেন: দুইটি বিড়াল পরস্পরের মধ্যে কথা বলছে। দরবেশ বিড়ালদের কথা শুনে পেরেশান হয়ে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْن পড়লো। অন্য দরবেশ ঘটনা জিজ্ঞাসা করলেন তখন বললেন: এক বিড়াল অন্য বিড়ালকে বলছিলো: শায়খ আবুল হাসান নুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইন্তেকাল করেছেন। উভয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন, আল্লাহ ভালো করুক! এতো দূর থেকে এসেছিলো, চিন্তা করল এখন জানাযায় অংশগ্রহন করবে, সুতরাং তাঁরা উভয়ে শায়খ আবু হাসান নুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন, দেখলেন; শায়খ আবুল হাসান নুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বয়ং নিজে তাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য তাশরিফ আনছিলেন, উভয়ে খুবই অবাক হলো যে, এসব কি হচ্ছে? বিড়ালেরা তাঁর মৃত্যুর কথা বলছিলো, তিনি তো জীবিত ও সুস্থ আছেন। শায়খ আবুল হাসান নুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁদের অবাক হওয়া দেখে বললেন: কি হলো? আপনারা অবাক হচ্ছেন কেন? দরবেশ বিড়ালদের ঘটনা খুলে বললেন। শায়খ আবুল হাসান নুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

বললেন: বিড়ালেরা সত্য বলেছে। আমি কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসিন ছিলাম, ব্যস ঐসময়ে যমিন ও আসমানে এটি ঘোষণা করা হলো যে, আবুল হাসান ইন্তেকাল করেছে, জিন ও মানুষ ব্যতীত সকল সৃষ্টিরা এই আওয়াজ শুনেছে। অতঃপর বললেন: আমার উপর উদাসিনতা কিছুক্ষণের জন্য ছিলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আমার পূনরায় যিকিরের নেয়ামত নসীব হয়েছে। **(মাকাসিদুস সালিকিন, ১৮৭, ১৮৮ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে রাসূল! এটি হলো যিকির আর এটি হলো উদাসিনতা! যিকিরকারী সত্যিকার্থে জীবিত পক্ষান্তরে উদাসিন লোক হলো মৃত।

উদাসিনের উপর শয়তান নিযুক্ত করে দেয়া হয়

আল্লাহ পাক কুরআনে করিমে ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ

(পারা ২৫, সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৩৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে পরম দয়াময়ের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য একটা শয়তান নিয়োগ করি, যাতে সে তার সাথী হয়েই থাকে।

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শয়তানের হুল মানুষের অন্তরে হয়ে থাকে, যখন বান্দা আল্লাহ পাকের যিকির করে তখন সেটা সঙ্কোচিত হয়ে যায়, আর যদি সে আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসিন হয় তখন শয়তান তার অন্তরকে লোকমা বানিয়ে নেয়। **(মুসনদে আবি ইয়ালা, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৬, হাদীস: ৪৩০১)**

মাথার উপর একটা কালো কাক বসা ছিলো

বর্ণিত আছে, এক মুসলমান জ্বিন হযরত ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বন্ধু ছিলো, একদিন এরা উভয়ে মসজিদে বসা ছিলো আর লোকেরা সেখানে উপস্থিত ছিলো, মুসলমান জ্বিন বলল: আপনি কি কিছু দেখতে পাচ্ছেন? ইমাম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমি দেখছি এই লোকেরা বসা রয়েছে, । জ্বিন বলল: এগুলো ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না? বললেন: না। এখন মুসলমান জ্বিন তাঁর চোখের উপর হাত রাখল, অতঃপর সরিয়ে ফেলল আর বলল: এখন দেখুন! ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লোকজনের দিকে দৃষ্টি দিলেন তখন কি দেখলেন যে, মানুষের মাথার উপর কালো কাক বসে আছে, ঐসব কাকের পশম লম্বা লম্বা আর এই পশমগুলো কারো চেহারা আবৃত করে নিয়েছে, কারো চোখ পর্যন্ত রয়েছে, কারো কপাল পর্যন্ত। ইমাম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আশ্চর্যকর দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কি ব্যাপার? তাঁর জ্বিন বন্ধু এই আয়াত পাঠ করল:

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ

(পারা ২৫, সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৩৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে পরম দয়াময়ের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য একটা শয়তান নিয়োগ করি, যাতে সে তার সাথী হয়েই থাকে।

আরও বলল: এটা ঐ শয়তান যেটাকে তাদের উপর নিয়োজিত করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা উদাসীন রয়েছে, তাদের মাথার উপর শয়তান কাকের আকৃতি ধরে বসে যায়, যখন সে যিকির করা শুরু করে তখন শয়তান দূরে সরে যায়। **(শাবআ সানাবিল, পৃষ্ঠা ২৫৩)**

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক আমাদেরকে উদাসিনতা থেকে মুক্তি দান করুক। হায়! যদি সব সময় যিকির আযকারে নিমগ্ন হয়ে যেতাম।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ পাকের যিকিরের ফযীলত

হযরত মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একদিন আমরা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাথে সফরে ছিলাম, এরই মধ্যে অনেকে ঘোড়ার উপর আরোহী সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُم আগে চলেগেলেন, আর কিছু পিছনে রয়ে গেলো, এক্ষেত্রে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: يَا مُعَاذُ! اَيْنَ السَّابِقُوْنَ হে মুয়ায! আগে যারা এসেছিলো এরা কোথায়? আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অনেকে আগে চলেগেছে, অনেকে পিছনে আসতেছে। এক্ষেত্রে রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: يَا مُعَاذُ! اِنَّ السَّابِقِيْنَ الَّذِيْنَ يَسْتَهْتِرُوْنَ بِذِكْرِ اللهِ অর্থাৎ হে মুয়ায! (মূলত) আগে অতিক্রমকারী তো তারা, যারা আল্লাহ পাকের যিকিরে অনেক আগ্রহ রাখে। **(জামেউল উলুম, ৪৫১ পৃষ্ঠা)**

আরশের নুর দ্বারা আবৃত ব্যক্তি

মে'রাজ শরীফের হাদীসে পাকে রয়েছে, আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মে'রাজের রাতে আরশের নুর দ্বারা আবৃত এক ব্যক্তিকে দেখলাম, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: مَنْ هٰذَا؟ اَمَلَكٌ؟ তিনি কে? কোন ফেরেশতা? বলা হলো: না। আমি বললাম: اَنَبِيٌّ؟ কোন নবী? বলল: না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: مَنْ هُوَ؟ তাহলে তিনি কে? উত্তর দিলো (যেটার সারাংশ হলো) তিনি ঐ ব্যক্তি, যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

(১) তার মুখ সব সময় আল্লাহ্ পাকের যিকির দ্বারা সতেজ থাকতো, (২) তার অন্তর মসজিদের দিকে লেগে থাকতো, (৩) আর তার কারণে কখনো তার মাতা পিতাকে মন্দ বলা হয়নি। **(জামেউল উলুম ওয়া হিকম, ৪৫৩ পৃষ্ঠা)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! অধিকহারে আল্লাহ্ পাকের যিকির, মসজিদে মন লাগিয়ে রাখা এবং মাতা পিতার অসম্মানের কারণ না হওয়া, এই তিনটি বৈশিষ্ট্য কেমন শ্রেষ্ঠ ও পছন্দনীয় যে, এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাকে আল্লাহ্ পাকের আরশের নুর দ্বারা আবৃত অবস্থায় দেখা গিয়েছে। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকেও এই তিনটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করার তাওফিক দান করুন।

জান্নাতে বাগান লাগানোর পদ্ধতি

হযরত আবু সুলায়মান দারানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: জান্নাতে খালি যমিন রয়েছে। যখন বান্দা যিকির করে তখন ফেরেশতারা ঐ জান্নাতী যমিনে তার জন্য বাগান লাগানো শুরু করে দেয়, বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত যিকির করতে থাকে, ফেরেশতারা বাগান লাগাতে থাকে, যখন বান্দা থেমে যায় তখন ফেরেশতারাও থেমে যায়। **(রিসালায়ে কুশায়রিয়া, ২৫৯ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ্ পাক তাঁর স্মরণকারীকে স্মরণ করে থাকেন

২য় পারার সূরা বাকারার আয়াত নং ১৫২তে ইরশাদ করেন:

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

(পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং (তোমরা) আমার স্মরণ করো, আমিও তোমাদের চর্চা করবো আর আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো এবং অকৃতজ্ঞ হয়োনা।

তাফসীরে নঈমীতে রয়েছে: এই আয়াতের করিমার সারাংশ হলো: ★ হে লোকেরা! আমার যিকির করো! এটার ফলাফল এটা হবে যে পৃথিবীতে তোমাদের চর্চা হবে ★ তোমরা আমাকে আনুগত্যের মাধ্যমে স্বরণ করো! আমি তোমাদেরকে রহমত দ্বারা স্মরণ করবো! ★ তোমরা আমাকে দোয়ার মাধ্যমে স্মরণ করো! আমি তোমাদেরকে দান করার মাধ্যমে স্মরণ করবো! আমাকে হামদ ও সানা করার মাধ্যমে স্মরণ করো! আমি তোমাদেরকে নেয়ামত দ্বারা স্মরণ করবো ★ তোমরা আমাকে দুনিয়াতে স্মরণ করো! আমি তোমাদেরকে পরকালে স্মরণ করবো ★ তোমরা আমাকে প্রশান্তি ও আরামের সময় স্মরণ করো! আমি তোমাদেরকে বিপদের সময় স্মরণ করবো ★ তোমরা আমাকে مجاهدہ (অর্থাৎ নেকীর মধ্যে প্রচেষ্টার) মাধ্যমে স্মরণ করো! আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দ্বারা স্মরণ করবো ★ হে লোকেরা! তোমরা বলো: يَا رَبِّ (হে আমার প্রতিপালক) আমি বলবো: عَبْدِی (হে আমার বান্দা) ★ তোমরা বলো: আমি গুনাহগার, আমি বলবো: আমি غَفَّار (অর্থাৎ অধিক ক্ষমাশীল)। **(তাফসীরে নঈমী, পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াতের ব্যাখ্যা: ১৫২, ২/৭২)** হাদীসে কুদসীতে রয়েছে: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: বান্দা আমার যিকির করে, আমি তার সাথে থাকি, যদি সে আমাকে অন্তরে স্মরণ করে, আমি তাকে একাকী স্মরণ করি, যদি সে আমাকে সমাবেশে স্বরণ করে আমি তার চেয়ে উত্তম সমাবেশে (অর্থাৎ ফেরেশতাদের সামনে) স্মরণ করি।

(বুখারী, ১৭৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৪০৫)

হে আশিকানে রাসূল! মনোযোগ দিন! আল্লাহ পাকের যিকির কেমন শ্রেষ্ঠ ইবাদত যে (ব্যক্তি) আল্লাহ পাকের যিকির করে, আল্লাহ পাক তাঁর শান মোতাবেক তার (বান্দার) চর্চা করেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে

অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির করার তাওফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনকারী আমল

ইমাম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: আমরা ওস্তাদ সাহেব বলেন: لَا يَصِلُ اَحَدٌ اِلَى اللهِ اِلَّا بِدَوَامِ الذِّكْرِ অর্থাৎ বান্দা আল্লাহ পাক পর্যন্ত শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের যিকিরের উপর সর্বদা অটল থাকার মাধ্যমেই পৌঁছতে পারে।

(রিসালায়ে কুশায়রিয়া, ২৫৬ পৃষ্ঠা)

গোলামকে বাদশাহে পরিণতকারী আমল

প্রসিদ্ধ সুফি বুযুর্গ হযরত মাওলানা রুমি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

গর তু খাওয়াহি যিস্তান বা আবরো — যিকরে উকুন যিকরে উকুন যিকরে উ
হার গদা রা যিকরে উ সুলতাঁ কুন্দ — যিকরে উ বাস যাইওয়ারি ঈমাঁ বাওয়াদ
হার কিহ দেওয়ানাহ দার যিকরে হক — যেরে পায়িশ আরশ ওয়া কুরসি নুহ তাবাক

সারাংশ: সম্মানের জীবন অতিবাহিত করতে চাও তবে আল্লাহ পাকের যিকির করো! আল্লাহ পাকের যিকির করো! আল্লাহ পাকের যিকির করো! আল্লাহ পাকের যিকির ভিক্ষুককে বাদশাহ বানিয়ে দেয়, মোটকথা কথা হলো আল্লাহ পাকের যিকির ঈমানের অলংকার, যে আল্লাহ পাকের যিকিরের পাগলপারা হয়ে যায়, আরশ কুরসি ও সমস্ত সৃষ্টি তার অধীনস্থ হয়ে যায়।

অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির করা সুন্নাতে মুস্তফা

উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, তায়্যিবা, তাহিরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সব সময় আল্লাহ পাকের যিকিরে মশগুল থাকতেন। **(বুখারী, ২২১ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "সীরতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" তে রয়েছে: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র পবিত্র স্বভাব ছিলো ✱ উঠতে বসতে ✱ চলতে ফিরতে ✱ খেতে পান করতে ✱ ঘুমাতে আর ঘুম থেকে জাগ্রত হতে ✱ নতুন কাপড় পরিধান করতে ✱ আরোহন করতে ✱ যানবাহন থেকে নামতে ✱ সফরে যেতে ✱ সফর থেকে ফিরে আসতে ✱ মসজিদে আসতে যেতে ✱ প্রবল বাতাস, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ চমকানোর সময় মোটকথা সর্বদা আল্লাহ পাকের যিকির অব্যাহত রাখতেন এবং বিভিন্ন দোয়া ও ওযীফা মুখে রাখতেন ✱ আনন্দ ও পেরেশানীর সময় ✱ সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত মোটকথা এমন কোন সময় ছিলো না যে, নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন দোয়া করতেন না ✱ শুধু দিনেই নয় বরং রাতের বেলায়ও দোয়া ও যিকরে ইলাহীতে মগ্ন থাকতেন ✱ এই পর্যন্ত যে ওফাতের সময়ও রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র যবান মোবারকে দোয়া জারী ছিলো। **(সীরতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)**

سُبْحٰنَ الله! হে আশিকানে রাসূল! মুখকে আল্লাহ পাকের যিকির দ্বারা সতেজ রাখুন, অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহ পাকের যিকিরের মধ্যে মশগুল থাকাও সুন্নাত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অবশিষ্ট সুন্নাতে মোবারকার পাশাপাশি এই পবিত্র সুন্নাত আদায় করারও তাওফিক দান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকিরকারীদের সংক্ষিপ্ত ঘটনা

سُبْحٰنَ الله! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাগণ) ও অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির করতেন, মুসলমানদের

চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ 'র মোবারক স্বভাব ছিলো যে আল্লাহ পাকের যিকির শুনে এমনভাবে আন্দোলিত হতেন যেমনিভাবে প্রবল বাতাসের মধ্যে একটি গাছ আন্দোলিত থাকে এবং আল্লাহ পাকের স্মরণে তাঁদের অশ্রু প্রবাহিত হতো। **(জামেউল উলুম ওয়াল হিকম, পৃষ্ঠা ৪৫৫)** সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ 'র কাছে একটি সুতো ছিলো তিনি সেটাতে একহাজার গিঁট লাগিয়ে রেখেছিলেন, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাতেন না, যতক্ষণ না (ঐ তাসবীহের ন্যায়) সুতোর মাধ্যমের আল্লাহ পাকের যিকির করে নিতেন না। হযরত খালিদ বিন মা'দান رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ তিলাওয়াতে কুরআনের পাশাপাশি সারাদিনে ৪০ হাজার বার তাসবীহ পাঠ করতেন, যখন তাঁর ইন্তেকাল হয়, তাঁকে গোসল দেয়ার জন্য খাটে শুয়ানো হলো ঐসময়ও তাঁর আঙ্গুদ্বয় নড়াচড়া করছিলো (মূলত তিনি ঐসময় আঙ্গুলে গণনার মাধ্যমে যিকির করছিলেন)। হযরত উমাইর বিন হানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁর মুখ কখনো (আল্লাহ পাকের যিকির থেকে) থেমে থাকতো না, তিনি প্রতিদিন কি পরিমাণ তাসবীহ পাঠ করতেন? বললেন: ১ লাখ।

(জামেউল উলুম, ৪৫৩, ৪৫৪ পৃষ্ঠা)

হযরত আবু আব্দুর রহমান সুলামী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: একজন আল্লাহর অলি ছিলো, তিনি অধিকহারে اللّٰہ,اللّٰہ পাঠ করতেন, একবার তাঁর মাথায় কোন জিনিসে লাগল, মাথা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল, سُبْحٰنَ اللّٰہ! তাঁর রক্ত যমিনের পড়লো তো সেটার দ্বারা اللّٰہ লিখা হয়েগেলো।

আল্লাহ পাক আমাদেরকেও অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির করার তাওফিক দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দারুস সুন্নাহ বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাকের স্মরণে ও ইশকে রাসূলের সুধা পান করাচ্ছে আপনিও এই দ্বীনি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, اَلْحَمْدُلِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী পুরো পৃথিবীতে দ্বীনি খিদমতের জন্য ৮০টির চেয়েও অধিক বিভাগ কাজ করছে তার মধ্য হতে একটি বিভাগ হলো দারুস সুন্নাহ বিভাগ যেটার অধিনে আশিকানে রাসূলের তানযিমি ও চারিত্রিক প্রসিক্ষণের জন্য বিভিন্ন মাদানী মারকাজের মধ্যে দারুস সুন্নাহ গঠন করা হয়েছে, যেটাতে মাদানী মারকায থেকে আসা আশিকানে রাসূলেদেরকে ইলমে দ্বীন, সুন্নাত ও আদব শিখানো হয়, সহীহভাবে কুরআনে করীম পাঠ করা শিখানো হয়, এবং যেসমস্ত আশিকানে রাসূল, আল্লাহ পাকের রাস্তায় মাদানী কাফেলায় সফর করে তাদেরকে সফরের পূর্বে সফরের আদব, সফরের সুন্নাত, এবং মাদানী কাফেলায় সফর করার উদ্দেশ্য বলে দারুস সুন্নাত বিভাগের অধিনে মাদানী কাফেলায় রওনা করা হয় এবং মাদানী কাফেলা ফিরে আসার বিবরণও দারুস সুন্নাহ নিয়ে থাকে।

আল্লাহ পাকের যিকিরের অভ্যাস কিভাবে হবে?

একবার আল্লাহ পাকের প্রিয় এক নবী হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহ পাক! আমি এমন ইবাদত করতে চায়! যেটাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: হে মূসা! উচ্চ আওয়াজে আমার যিকির করো।

www.dawateislami.net

এখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তো আল্লাহ পাকের নবী, তিনি যখন আল্লাহ পাকের যিকির করলেন তো পরিশ্রম কি হওয়ার ছিলো, তাঁর অনেক স্বাদ অনূভব হলো, তিনি দ্বিতীয় দিন যিকির করলেন তো প্রথম দিনের চেয়েও বেশি স্বাদ অনূভব করলেন, এইভাবে তিনি যতই যিকির করতে রইলেন, স্বাদও বৃদ্ধি পেতে রইলো, তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহ পাক! আমি তো এমন ইবাদত করতে চেয়েছিলাম যেটাতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, তোমার যিকিরে তো অনেক স্বাদ। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: মূসা! এটাতো আপনার উপর দয়া যে আপনি আমার যিকিরের স্বাদ অনূভব করতে পারছেন, আর না হয় ফিরআউনকে দেখুন! সে তার মুকুট ও সিংহাসন, শক্তি ও বাদশাহী সবকিছু বরবাদ করে দিয়েছে, সমুদ্রে ডুবে যাওয়া তো গ্রহন করে নিয়েছে কিন্তু একবারও আমার নাম নিজের মুখে নিতে রাজি হলো না।

(সাবআ সানাবিল, ২৬০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেলো, আল্লাহ পাকের যিকিরের ফযীলত অনেক রয়েছে তবে এটার পাশাপাশি আল্লাহ পাকের যিকির পরিশম সম্পন্ন ইবাদতও বটে, যদি আমরা আল্লাহ পাকের যিকিরের অভ্যাস করতে চায় তবে সেটার জন্য আমাদেরকে অনেককিছু বর্জন করতে হবে ★ অহেতুক কথাবার্তা থেকে আমাদের মুখ হেফাযত করতে হবে ★ মন্দ স্বভাবও ছাড়তে হবে ★ সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার শুধুমাত্র প্রয়োজন সাপেক্ষে করতে হবে, এরকম সব অহেতুক কার্যাদি পরিহার করতে হবে, তখনই আল্লাহ পাকের যিকিরের দিকে মনোযোগ থাকবে, অতঃপর যেকোন জায়গায় গিয়ে সর্বদা যিকির আযকারে মশগুল থাকা যাবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নেকী অর্জনে খুবই আগ্রহী, একবার তিনি পাগড়ী বাঁধছিলেন, এর মধ্যে তাঁর মুখ নড়াচড়া করছিলো, জিজ্ঞাসা করাতে বললেন: আমি اَللّٰه! اَللّٰه! পাঠ করছিলাম, যাতে পাগড়ী পরিধানের পাশাপাশি আল্লাহ পাকের যিকিরও হয়ে যায়। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه একবার মাদানী মুযাকারায় বললেন: পান মুখে রেখে যিকির ও দরূদ (অর্থাৎ মুখে পান রেখে যিকির করা যায়না), এজন্য আমি পান খায়না।

سُبْحٰنَ اللّٰه! আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের ধরনটাই ভিন্ন হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও তাওফিক দান করুক, আমরা যেন অহেতুক কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকি, মুখকে অহেতুক বলা থেকে বাঁচিয়ে রাখি, পান ইত্যাদির অভ্যাস থাকে তো তা বর্জন করা এবং সব সময় আল্লাহ পাকের যিকিরের মশগুল থাকার অভ্যাস করুন।

১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি কাজ: দরস

হে আশিকানে রাসূল! নেকীর আগ্রহ অর্জন করতে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে এবং আল্লাহ পাকের যিকিরের অভ্যাস গড়ার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে খুব বেশি বেশি অংশগ্রহন করুন। اِنْ شَآءَاللّٰه দ্বীন ও দুনিয়ায় অসংখ্য বরকত নসীব হবে।

যেলি হালকা ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো দরস দেয়া, মসজিদ, ঘর, চত্বর, বাজার, স্কুল, কলেজ, এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহে দরস দেয়া হয়ে থাকে এবং সেটার উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে নেকীর দা'ওয়াত পৌঁছানো যাতে তারা জামাআত সহকারে নামায আদায়কারী ও

সুন্নাতের উপর আমলকারী হয়ে যায় এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী বার্তা গ্রহন করে সুন্নাতের রাস্তায় চলে, দরস ও বয়ানের অনেক উপকারিতা রয়েছে যেমন: ✶ দরসের বরকতে মুসলমানদেরকে নেকীর দা'ওয়াত দেয়ার সাওয়াব অর্জিত হয়ে থাকে ✶ দরসের বরকতে আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সন্তুষ্টি নসীব হয় ✶ দরসের মাধ্যমে মানুষকে সুন্নাতের নিকটবর্তী করার কারণ হয় ✶ দরসের মাধ্যমে বেনামাযীদের নামাযী বানাতে সফল হওয়া যায় ✶ দরসের মাধ্যমে দ্বীনি বিষয়াদি জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ✶ দরস আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه'র দোয়া অর্জন করার মাধ্যম হয়। কেননা দরস প্রদানকারীদের আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর দোয়া দ্বারা ধন্য করেন।

অধিকহারে আল্লাহ্ পাকের যিকিরের জন্য

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه 'র দিনের অধিকাংশ সময় আল্লাহ্ পাকের যিকির করে অতিবাহিত করার খুব সুন্দর ব্যবস্থাপনা উপহার দিয়েছেন, আসুন! সেটার সারাংশ শ্রবণ করি:

✲ দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয, নিশ্চয় নামাযও আল্লাহ্ পাকের যিকির, সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত নামায, আগে ও পরের সুন্নাত এবং নফল সহকারে আদায় করুন, এরদ্বারা আমাদের ২ থেকে দেড় ঘন্টা আল্লাহ্ পাকের যিকিরের মধ্যে অতিবাহিত হবে ✲ এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে ৩টি হলো: যেগুলোর মধ্যকার দূরত্ব অনেক বেশি, এশা থেকে ফজরের মধ্যবর্তী সময়, এইভাবে ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত যথেষ্ট সময় থাকে, সুতরাং এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে কিছু নফল ইবাদতের অভ্যাস করুন, যদি নসীব হয়! রাতে ঘুমানোর পূর্বেও কিছু না

কিছু নফল আদায় করতাম এবং হায়! যদি তাহাজ্জুদের অভ্যাস হয়েযেতো, এইভাবে ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে ইশরাক ও চাশতের নফল রয়েছে, এই নফল নামাযও যদি নিয়মিত আদায় করা হতো। এটার পাশাপাশি আরও একটি কাজ করতাম, তা হলো প্রতিটি নামাযের পর কিছু না কিছু আল্লাহ পাকের যিকির করার অভ্যাস করে নিতাম, যেমন প্রত্যেক নামাযের পর তাসবীহে ফাতেমা (অর্থাৎ ৩৩ বার سُبْحٰنَ اللّٰه, ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰه, এবং ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ) পাঠ করে নিতাম, সূরা ইখলাস পাঠ করতাম, আয়াতুল কুরসি পড়ে নিতাম, যদি নসীব হয়! প্রত্যেক নামাযের পর কমপক্ষে একশতবার দরূদে পাক পাঠ করার অভ্যাস করে নিতাম। এইভাবে দিনের কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ আল্লাহ পাকের যিকিরের মধ্যে অতিবাহিত করতাম ✲ দিন ও রাতে ২টি সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, একটি হলো ফজরের পর সময়টা, দ্বিতীয়টি হলো আসরের পরের সময়টা, আল্লাহ পাক এই সময়ে যিকির করার বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا

(পারা ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত: ১৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আপন প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং তা অস্তমিত হবার পূর্বে।

সুতরাং এই ২ সময়ে বিশেষভাবে কিছু যিকির ও আযকার নির্ধারণ করুন, যেমন তিলাওয়াতে কুরআনের অভ্যাস বানিয়ে নিন, হোক নিজের পীর সাহেবের দেয়া শাজারা শরীফ থেকে অথবা অন্য কোন দোয়া ও ওযীফা পাঠ করে নিন ★ একইভাবে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ও অনেক মূল্যবান, ঐসময় যিকির করা, নামায পড়া মুস্তাহাব, সুতরাং

মাগরিবের পর আওয়াবিনের নফল আদায় করুন ★ একইভাবে রাতে অযু করে ঘুমান, বিছানায় আসার পূর্বে অথবা বিছানায় শুয়ে কিছু আল্লাহ পাকের যিকির করে নিন, তাসবীহে ফাতেমা পড়ে নিন, সূরা ইখলাস পড়ে নিন, সূরা ফাতেহা ও আয়াতুল কুরসি পড়ে নিন। হাদীসে পাকে রয়েছে: অযু করে বিছানায় শুয়ে, আল্লাহ পাকের যিকির করতে থাকে, এই পর্যন্ত যে ঘুম এসে যায়, রাতে যখনই কোন দোয়া করবে, আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করবেন ★ অতঃপর যখনই ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন যেন দোয়া পাঠ করে ★ এইভাবে দিনে ও রাতে করা বিভিন্ন কার্যাদি যেমন ঘরে আসা যাওয়াতে, খাবার খেতে, কাপড় পরিধান করতে ইত্যাদির দোয়া মুখস্থ করে রাখা, এবং সেগুলো পড়তে থাকা।

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেই বান্দা এই অভ্যাস করে নিবে, তাকে আল্লাহ পাকের যিকির দ্বারা মুখ সতেজকারীদের মধ্যে গণ্য করা হবে। **(জামেউল উলুম ওয়াল হিকম, ৪৫৭ থেকে ৪৬০ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের সমাপ্তিতে সুন্নাতের ফযীলত ও কয়েকটি আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِیْ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَ مَنْ اَحَبَّنِیْ كَانَ مَعِیَ فِی الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালোবাসল আর যে আমাকে ভালোবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাত, ১/ ৫৫, হাদীস: ১৭৫)

সিনা তেরি কা মদীনা বনে আক্বা!
জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

যিকির ও দরূদের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! যিকির ও দরূদের কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ২টি বাণী শ্রবণ করি: (১) ইরশাদ করেন: নিজ প্রতিপালকের যিকির আদায়কারী ও অনাদায়কারীর উদাহরণ জীবিত ও মৃতের মতো। **(বুখারী, ৪/২২০, হাদীস: ৬৪০৭)** (২) ইরশাদ করলেন: কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্য হতে আমার নিকটবর্তী সে হবে, যে দুনিয়াতে আমার উপর অধিকহারে দরূদ পাঠ করেছে। **(তিরমিযি, ২/২৭, হাদীস: ৪৮৪)** ✲ আল্লাহর যিকির সর্বদা রুহের খোরাক ✲ অনেক আল্লাহর অলি তিন বছর পর্যন্ত পানি পান করেননি কিন্তু জীবিত রইলেন আল্লাহ্ পাকের যিকিরের কেমন বরকত। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৩২০)** ✲ অধিকহারে আল্লাহ্ পাকের যিকির করো, আল্লাহ্ পাকের বিশেষ বান্দা হয়ে যাবে। **(আ'রাবী কে সুওয়ালাত অর আরবী আক্বা কে জাওয়াবাত, ৩ পৃষ্ঠা)** ✲ হযরত সুলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: মোরগ বলে: اُذْكُرُوا اللهَ يَا غَافِلِيْن অর্থাৎ হে উদাসিনরা! আল্লাহর যিকির করো। **(ফয়যুল কদীর, ১/৪৮৮ হাদীসের ব্যাখ্যা: ৬৯৫ পৃষ্ঠা) (প্রাগুক্ত: ৩৯ পৃষ্ঠা)** ✲ দরূদে পাক এমন আমল যে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক করে থাকেন। **(দরূদ ও সালামের সমাহার, ১৭ পৃষ্ঠা)** ✲ যদি এমন কোন কাজ থাকে যেটা আল্লাহ্ পাকেরও, ফেরেশতারাও করে থাকে এবং মুসলমানদেরকেও এটার নির্দেশ দেয়া হয় তো সেটা হলো শুধুমাত্র প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরূদ প্রেরণ করা। **(দরূদ ও সালামের সমাহার, ২০ পৃষ্ঠা)**

ঘোষণা

যিকির ও দরূদের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে সুতরাং সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)